দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 03 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতিতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

॥ সংসদ রিপোর্টার ॥

বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতিতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গতকাল সংসদ অধিবেশনে সরকারী ও বিরোধী দল এই প্রথম সর্বসম্মতভাবে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ঘড়ির কাঁটায় রাত তখন ৯টা ৫০ মিনিট, স্পীকারের আসনে আসীন ডেপুটি স্পীকার জনাব এম কোরবান আলী আওয়ামী লীগের জনাব আছাদুজ্জামান এডভোকেট উত্থাপিত "সংসদের অভিমত এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।" এ প্রস্তাবটি ভোটে দিলে সরকারী ও বিরোধী দলের উপস্থিত সকল সদস্য এক সুরে 'হ্যাঁ' ধ্বনি দিয়ে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। স্পীকার এরপর প্রস্তাবের বিপক্ষে যারা রয়েছেন তাদের 'না' ধ্বনী দেয়ার আহবান জানালে 'না' বলে কোন ধ্বনিই উচ্চারিত হয়নি। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর ডেপুটি স্পীকার জনাব কোরবান আলী বলেন, এ এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি হলো। স্পীকারের আসনে বসে আমি নিজে এ জন্য গর্বিত। এ এক বৈচিত্র্যময় অনুভূতি। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ছিল সংসদের বেসরকারী দিবস। সন্ধ্যা ৭টায়

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

অস্ত্রের রাজনীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিরোধী দলের আসন থেকে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সচিব জনাব আছাদুজ্জামান শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র-রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করার জন্য উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এর পর প্রায় ২ ঘন্টা ৫০ মিনিট এ প্রস্তাবের উপর আলোচনা চলে। সরকারী ও বিরোধী দলের মোট ১৩ জন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যদের আলোচনায় শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতির সূচনা ও এর অবস্থানের ব্যাপারে নিজ নিজ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠলেও কিন্তু একটি প্রশ্নে সবার বক্তব্যে অভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়েছে তা হলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাঙ্গনকে অবশ্যই অস্ত্রের ঝনঝনানি থেকে মুক্ত করতে হবে। সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

মিজানুর রহমান চৌধুরী

প্রধানমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, আসুন সমস্ত শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করে ভবিষৎ বংশধরদের দায়িত্ব গ্রহণে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলি।

তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রমুক্তি প্রসঙ্গে আজ বিরোধী ও সরকারী দলের সদস্যদের বক্তৃতা শুনে মন ভরে গেছে। চেতনা ও উপলব্ধি থেকে সমাজ ও দেশের জন্য সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ সকলে মনোযোগ দিয়েছি।

তিনি বলেন, বিরোধী দলের সমর্থন নিশ্চিত করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রধারীদের ডিটেনশন দেয়ার বিল উত্থাপন করা যেতে পারে।

তিনি বলেন, হত্যার রাজনীতির কোন শেষ নেই। হত্যা হত্যাকেই ডেকে আনে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি নাজুক জায়গা। সেখানে অস্ত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে শতকরা একশ' ভাগ নিশ্চিত হলেই পুলিশ পাঠানো হয়। আসুন সকলে মিলে খোঁজ-খবর রাখি, সুনির্দিষ্ট ইনফরমেশন পেলে পুলিশ অবশ্যই অস্ত্র উদ্ধারে যাবে।

শেখ হাসিনা

বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, অস্ত্র রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, না রাজনীতি অস্ত্র রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে তাই মূল বিচার্য বিষয়। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ১৫ বছর পরও আজ অস্ত্রের দ্বারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তাই আজ শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয় জাতীয় রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করতে হবে। তিনি শর্ষের মাঝে ভুত থাকলে তা থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে? তিনি বলেন, জাতীয় জীবনে অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের খেলা বন্ধ হলে এবং সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখলের কাজে ব্যবহার না করে তাদের যদি ব্যারাকে থাকতে দেয়া হয় তবে শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত হবে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে শিক্ষা বর্ষকে বছরের পর বছর বিলম্বিত করার প্রক্রিয়াও অনেকটা দায়ী বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম, এ, মতিন তার ভাষণে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন এলাকা নয়। তাই অস্ত্র উদ্ধারে সেখানে প্রচলিত আইন প্রয়োগে কোথাও কোন আইনে বাধা দেয়া হয়নি।

মওদুদ আহমদ

উপ-প্রধানমন্তরী জনাব মওদুদ আহমদ তার ভাষণে বলেন, সকল রাজনৈতিক দল যদি ঐক্যমতে থাকে তবে সরকার ২৪ ঘন্টার মধ্যে শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করতে পারবে। তিনি বলেন, '৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের মধ্য